বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সমন্বয়হীনতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা

আন্দোলন নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর শঙ্কায় বিএনপির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। এক দিকে নেতৃত্বের সংকট, আরেক দিকে সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের অভাবে আন্দোলনে নামার মনোবল হারিয়ে ফেলছেন তারা। নির্বাচনমুখি দল হলেও বিএনপির নির্বাচনের পথ পরিহার করে সহিংসতার পথ বেছে নেওয়ায় দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এমনটি জানা গেছে।

সরকারের পতন, নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর এক দফা দাবিতে টানা প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে বিএনপি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশের ডাক দেয় বিএনপি। একই দিনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার বিরোধী জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী ও অন্য দলগুলোও সমাবেশের ডাক দেয়।

কিন্তু সমাবেশ শুরু হওয়ার হঠাৎ করেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা যখন সমাবেশ মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন তখন সমাবেশের কাকরাইল প্রান্তে দলীয় নেতাকর্মীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সেই সংঘর্ষ মুহূর্তেই কাকরাইল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে নয়াপল্টন, শাহাজাহানপুর, আরামবাগ, রাজারবাগসহ আশপাশের এলাকায়। সংঘর্ষের একজন পুলিশ সদস্য ও যুবদলের একজন কর্মী নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছেন অনেকে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাও ছিলো ভয়াবহ। এছাড়াও পুলিশ হাসপাতালে হামলা, গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা হতবাক করে দেয় অনেককে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ওইদিন কাকরাইল মসজিদের বিপরীতে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

সমাবেশ করতে এসে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় বিএনপি নেতাকর্মীদের একটা বড় অংশই হতবাক হয়েছেন। তাদের ভাবনাতেই ছিলো না এমন ঘটনা ঘটবে। তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলছেন, ২৮ অক্টোবরের ঘটনা

বিএনপিকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। নেতৃত্বের দুর্বলতার এবং অদূরদর্শীতার কারণেই সেদিন ঘটনা ঘটেছে।

ময়মনসিংহ জেলা বিএনপির একজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমরা এক বছর ধরে যেভাবে দলটিকে এগিয়ে এনেছিলাম, সরকারের বিরুদ্ধে জনমানুষের একটা আস্থা তৈরি করেছিলাম ২৮ অক্টোবরের ঘটনা আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে।

নেত্রকোনা জেলা যুবদলের এক নেতা বলেন, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ একটা সমাবেশ যেভাবে অতিউৎসাহী নেতাকর্মীদের কারণে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে তাতে দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাশা দেখা দিয়েছে।

দলটির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলছেন, ২৮ অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যার ফলে এখন দলের কোনো কর্মসূচিতেই মাঠ কর্মীদের পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। এর প্রমাণও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। দল হরতাল ও অবরোধের মত কঠোর কর্মসূচি দিলেও দেশের বেশিরভাগ এলাকাতেই নেতাকর্মীদের হরতালের পিকেটিং বা অবরোধ সফল করে তুলতে মাঠে দেখা যায়নি।

বিএনপি নেতাকর্মীরা বলছেন, দলকে চাঙ্গা করতে এখন কৌশলের কোনো বিকল্প নেই। হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে এমন কোনো কর্মসূচি না দেওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছেন তারা। বিএনপি কর্মীরা বলছেন, দলীয় নেতারা কর্মসূচী ঘোষণা দিয়েই শেষ। এটি কিভাবে, কারা সফল করে তুলবে সে নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই। তারা আরও বলছেন, যেহেতু আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আরও দূরদর্শী চিন্তা করতে হবে। আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে নিয়ে দলীয় কর্মীদের গুলির মুখে ঠেলে না দেয়ার কথা বলছেন তারা।

এদিকে বিএনপি একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক মহলের ‘আহ্বান ও সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ওই দিন থেকে আজ অবধি সরকারের কঠোর অবস্থান চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বিএনপিকে। মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার প্রতিবাদে ‘হরতাল-অবরোধ’এর মত কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার পরও সরকারের ‘আচরণ’ নরম না- হয়ে বরং আরও কঠোর হয়েছে। এটা দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের শুধু চিন্তায় ফেলেছে না, মনোবলও ভেঙ্গে দিয়েছে।

ওই সূত্র আরো জানায়, দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ

দলের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে একেবারে মাঠে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়- তৃণমূলের এমন সংগঠকদের একের পর এক গ্রেপ্তার চলছে। ফলে দলে দেখা দিয়েছে নেতৃত্বের সংকট। এমতাবস্থায় অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি চালিয়ে নেওয়া যাবে কি-না দলের মধ্যে এমন আলোচনা এসেছে।

অবশ্য বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এ ব্যাপারে বলছেন ভিন্ন কথা। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচীর শেষ দিন গত বৃহস্পতিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তাদের অবরোধ কর্মসূচি সর্বাত্মক সফল হয়েছে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে সন্তুষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন চলবে জানিয়ে তিনি ৫ ও ৬ নভেম্বর (রবি ও সোমবার) আরও দুই দিনের অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ‘একদফা’র আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, ‘আর পিছু ফেরার সময় নেই। জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা মামলা- হামলা, গ্রেফতার করে আন্দোলন স্তব্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। বিএনপির প্রতিটি কর্মীই নেতার ভূমিকা পালন করে এ আন্দোলনে সফলতা আনবে।’

তিনি বলেন, ‘সরকার পতনের একদফা দাবিতে আমরা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অটল রয়েছি। যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে তা অব্যাহত থাকবে। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা যাবে না।’

‘বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন করতে হবে এটা সংবিধানে লেখা নেই’

যাদের জনসমর্থন নেই, জনগণের ওপর যাদের আস্থা নেই তারা তো নির্বাচনে আসবে না, বলেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ফারুক খান। তিনি বলেন,বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন করতে হবে এমন

কোনো কথা সংবিধানে লেখা নেই।

শনিবার নভেম্বর সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ সার্বিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এই কথা বলেন।

সংবিধান সম্মতভাবেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়ে ফারুক খান বলেন, ‘নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু আছে, ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে নির্বাচনে ভোটারদের উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাবে।’ জনগণ তখন আরও বেশি উৎসাহিত হবে এবং আগামী নির্বাচনের জন্য আসবে বলে তিনি মনে করেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় ও গুলশানের কার্যালয় বন্ধ থাকায় ইসির চিঠি গ্রহণ করার মতো বিএনপির অফিসে দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক খান বলেন, বিষয়টি বিএনপির জন্য লজ্জার। দলটির সাম্প্রতিক কর্মসূচি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এগুলো সহিংসতার কর্মসূচি বলে মন্তব্য করেন তিনি। এগুলোকে ‘টেরোরিস্ট অ্যাকশন’ বলা যেতে পারে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, “পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি, নির্বাচনের সময় অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। সুতরাং যেসব রাজনৈতিক দলের সক্ষমতা নেই, যাদের জনসমর্থন নেই, জনগণের প্রতি যাদের আস্থা নেই; তারা তো নির্বাচনে আসবেই না।”

নির্বাচনের সময় কোনো রাজনৈতিক দল যদি অরাজকতা সৃষ্টি করে, তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের প্রতি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং নেবে জানিয়ে ফারুক খান বলেন, ‘ইসি নিজেই এটা জানে কখন কী ব্যবস্থা নিতে হবে।’ এসব ব্যাপারে আইনশৃঙ্ক্ষলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন বৈঠক করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ফারুক খান জানান, আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে, নির্বাচনে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোট প্রয়োগ করবে।

৪ নভেম্বর সকালে বৈঠকে ইসির পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছিল- আওয়ামী লীগ, ইসলামী ঐক্যজোট, এলডিপি, তৃণমূল বিএনপি, এনডিএম, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিজেপি, সিপিবি, বাংলাদেশ মুসলীম লীগ, এনপিপি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, গণফোরাম, গণতন্ত্রী পার্টি, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, বাংলাদেশ

কল্যাণ পার্টি, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি, খেলাফত মজলিস, বিএমএল, বিএনএফ, গণফ্রন্ট ও ইনসানিয়তা বিপ্লব বাংলাদেশকে। এর মধ্যে বৈঠকে যায়নি এলডিপি, বিজেপি, কল্যাণ পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, বিএমএল, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও খেলাফত মজলিস।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে নাশকতা মামলার আসামি আটক

মেহেরপুরে একটি নাশকতা মামলার আসামি হাশেম আলীকে (৪৫) আটক করেছে র্যাব।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের এক অভিযানে শনিবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুরের ইছাখালী থেকে তাকে আটক করা হয়। হাশেম আলী ইছাখালী গ্রামের এলেজ আলীর ছেলে এবং স্থানীয় বিএনপি কর্মী।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, (২ নভেম্বর) ভোরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালী গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে বিএনপির উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মীদের সরকার উৎখাতের বিষয়ে নাশকতা মূলক কর্মকান্ড করছিলো এমন অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর থানার এসআই রেজোয়ানুল হক বাদী হয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫ ডি ধারায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন সহ ২০ জনের নাম উল্লেখপূর্বক আরো ৮০ জন অজ্ঞাত আসামীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। ওই মামলার ১১ নং আসামি হাশেম আলী।

র্যাব প্রেস রিলিজে আরও জানায় , র্যাব ১২ গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়।

জীবননগরে পুলিশের অভিযানে সাবেক চেয়ারম্যান আটক

জীবননগর থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে জীবননগর থানা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)এস.এম. জাবীদ হাসানের নেতৃত্বে জীবননগর থানার এসআই(নি:) মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ উথলী ইউনিয়নে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে রাত ০৩.৪৫ শের সময় জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়নের সেনের হুদা এলাকা থেকে সেনেরহুদা গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালামকে(৫৮) আটক করে পুলিশ। যার জীবননগর থানার মামলা নং ২৬।

শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছেড়ে কেন সহিংস বিএনপি?

বিএনপির সহিংস রাজনীতিতে ফিরে আসা নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে যে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং আগুন সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করেছিল সেই পথেই আবার ফিরতে গিয়ে জামায়াতের সঙ্গে আবারও একাত্ম হয়েছে দলটি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২৮ অক্টোবরের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জামায়াতকে সাথে নিয়ে প্রথম থেকেই বিএনপি মারমুখী ছিল। বিএনপিকে যখন নয়াপল্টনে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক সেই সময় বিএনপির অনড় অবস্থান দেখে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে বিএনপি এবার সহিংস রূপে আবার ফিরে আসবে।

নয়াপল্টনে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর অবরোধ কর্মসূচির নামে আবারো জ্বালাও পোড়াও ও আগুন সন্ত্রাসের ঘটনায় আবার প্রমাণ হয়েছে

করেছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস বিএনপির রাজনীতির মূল অস্ত্র। এখন তারা তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আড়ালে পুনরায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘অবরোধের নামে জ্বালাও-পোড়াও, মানুষ হত্যা, আর অগ্নিসন্ত্রাস করে বিএনপি-জামায়াত জোট কার্যত দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। বিএনপি-জামায়াতের তথাকথিত আন্দোলনের ভয়ে কিংবা তাদের বিদেশি প্রভুদের ইচ্ছায় বাংলাদেশ চলবে না। বিএনপির আসল উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নির্বাচন না, তাদের আসল উদ্দেশ্য আগুনসন্ত্রাস-সহিংসতা- নাশকতা-অন্তর্ঘাতের পথে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করে নির্বাচন বানচাল করা এবং অস্বাভাবিক-অসাংবিধানিক সরকার আনা। বিএনপি জামায়াত সম্মিলিতভাবে যে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ করতে চেষ্টা করছে সেটা জনগন মেনে নিবে না।

তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপার্সন শমশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম বলেন, ‘২৮ অক্টোবর রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশ চলাকালে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে তা কোন ভাবেই কাম্য নয়। সহিংস ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল পারভেজ তার দায়িত্ব পালনকালে দুর্বৃত্তের হামলায় মৃত্যুবরণ করেন, বাংলাদেশ প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনে যে হামলা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানাই। সরকারি হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ দেওয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। রাজনীতি দেশ এবং দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। আমরা দেশের সুষ্ঠ রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।’

সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক মনে করেন জামায়াত কোনদিনই বিএনপিকে ছেড়ে যায়নি। আর বিএনপি কৌশল হিসেবে জামায়াত বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করতে চেয়েছে। সামনে যাই দেখাক না কেনো তারা একই মায়ের পেটের সহদর। এটা বলছি তার কারণ তাদের জন্ম হয়েছে সন্ত্রাস করতে।

বাইডেনের ভুয়া উপদেষ্টাকে নিয়ে যা বললেন ইশরাক

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের পর দলটির কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভুয়া উপদেষ্টা আরেফির মিথ্যাচার ছড়ানোর ঘটনায় জড়িত থাকায় দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বিএনপির নেতা ইশরাক হোসেন। লাইভে এসে তিনি এই কথা বলেন।

বিএনপির কার্যালয়ে বসে মার্কিন নাগরিক মিয়া আরেফির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইশরাক হোসেন লাইভে বলেন, ‘আরেফি তার বক্তব্য রাখার এক পর্যায়ে ‘আপত্তিকর’ কথা বলা শুরু করে, যার মধ্যে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ছিলো না। কিন্তু ওই মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলন থেকে ক্যামেরার সামনে থেকে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা হলেও তা পারেননি বলে জানিয়েছেন ইশরাক হোসেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, ২৮ অক্টোবর তিনি কয়েকটি ‘গুলিবিদ্ধ’ হয়েছিলেন এবং ট্রমাটাইজ ছিলেন। পুরো বিষয়টি বুঝে ওঠার আগে আরেফির সংবাদ সম্মেলনটি ঘটে গেছে, বলে তিনি যোগ করেন। সেই সময় কারও সাথে কথা বলার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। এই অবস্থায় যা হয়েছে তা করা উচিত হয়নি জানিয়ে সবার কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি।

বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন আরও জানিয়েছেন, ঘটনাটির পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় রুহুল কবির রিজভীকে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি কোন পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা তিনি রিজভীকে বুঝিয়ে বলতে সক্ষম হন। ঘটনাটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অবহিত করতে তিনি রিজভীকে অনুরোধ করেন। গ্রেপ্তার এড়াতে মুখ ঢেকে তিনি গন্তব্যে পৌঁছে বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন স্বপন এবং দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খানের মাধ্যমে দলের মহাসচিবকে পুরো ঘটনাটি জানান। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গেও তখন তিনি যোগাযোগ করে পুরো ঘটনাটি খুলে বলেন। বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্য তাবিথ আউয়াল এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকেও বিষয়টি অবহিত করে দুঃখপ্রকাশ করেন।

এদিকে গ্রেপ্তার হওয়া মার্কিন নাগরিক মিয়া আরেফি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, বিএনপির অফিসে বসে সে যা যা বলেছে, তা তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বেতনভুক্ত সাংবাদিক মুশফিকুর ফজল আনসারীর বন্ধু সে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা জামায়াতে ইসলামির লোকজনের কাছে আরেফিকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় মুশফিকুর ফজল আনসারী। আরেফি বাংলাদেশে তৎপরতা চালানোর সময় তার যাবতীয় ব্যয়ভার জামায়াতে ইসলামিকে বহনে রাজি করায় মুশফিকুর। পুরো কাজটির জন্য তারেক রহমানের অনুমতি জোগাড় করে মুশফিক। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবীর খোকন ও ইশরাক হোসেনকে বার্তা দেন তারেক। ফলে বিএনপি অফিসে সহজে ঢুকতে পারে আরেফি আর সারওয়ার্দী। এভাবেই এই ঘটনায় যোগ দেন বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন।

মিয়া আরেফি বাংলাদেশে কার সঙ্গে থেকে কাজ করবে তাও বলে দেয় জামায়াতে ইসলামি। লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সারওয়ার্দীকে সামনে রেখে অন্তর্বতী সরকারের কাঠামোর দাঁড় করাতে চাইছে জামায়াত। সেই সারওয়ার্দী আরেফির দায়িত্ব নেন।

২৮ অক্টোবর আরেফিকে নিয়ে বিএনপি অফিসে যান সারওয়ার্দী। বিএনপি হাই কমাণ্ডের নির্দেশ ও মুশফিকুর ফজল আনসারীর আনসারীর অনুরোধে সংবাদ সম্মেলন করে আরেফি। সেখানে আরেফি আর সারওয়ার্দীর মাঝখানে বসে থাকতে দেখা গেছে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে। ভুয়া উপদেষ্টা আরেফির মিথ্যাচার ছড়িয়ে পড়লে মার্কিন দূতাবাস তার ব্যাপারে সত্য তথ্য জানিয়ে দেয়। এরপর তাকে বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের আরো ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ককটেল বিস্ফোরন ঘটিয়ে পালানোর সময় জামায়াত, বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) রাতে জেলার আলমডাঙ্গা আইলহাঁস ইউনিয়নের বলেশ্বরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভিযানে গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর উত্তরপাড়ার বজলুল হকের ছেলে মহাবুল হক (৫৫), কামালপুর গ্রামের চরপাড়ার মৃত হাজী মোফাজ্জেল মন্ডলের ছেলে সাইদুর রহমান সাকের (৫৫),

আলমডাঙ্গা জহুরুলনগর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে ইমাদুল হক একদুল (৫৫), আলমডাঙ্গা বুড়াপাড়া গ্রামের আসাদুল হকের ছেলে সাগর রহমান (৩৬), আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর গ্রামের মৃত নুর মহাম্মদ বিশ্বাসের ছেলে সাইফুর রহমান (৪৪), আলমডাঙ্গা টাকপাড়া গ্রামের মৃত শাহাদৎ হোসেন মল্লিকের ছেলে আনোয়ার হোসেন মল্লিক (৪৫), আলমডাঙ্গা পাইকপাড়া ঘোলদাড়ী গ্রামের মৃত আওলাদ আলী মন্ডলের ছেলে আব্দুল ওহাব মাষ্টার (৫৮), আলমডাঙ্গা চরশ্রীরামপুর গ্রামের মৃত জোয়াদ আলী মন্ডলের ছেলে মঈন উদ্দিন (৫৮), আলমডাঙ্গা কয়রাডাঙ্গা মাঝেরপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল হকের ছেলে আলমগীর হোসেন (৪৫), আলমডাঙ্গা নারায়নপুর গ্রামের মৃত আইজুদ্দিন শেখের ছেলে তাহাজুদ্দি (৫০), আলমডাঙ্গা শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত মতলেবের ছেলে নাকিব উদ্দিন আহম্মেদ (৪৭)।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গোপন সংবাদে জানা যায় আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের ফাঁকা মাঠের দক্ষিন পাশের নতুন ভবনের সামনে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ এর বহু সংখ্যক উশৃংখল নেতাকর্মী মারাত্নক অস্ত্র নিয়ে বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামী এর কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৪৮ ঘন্টার অবরোধ উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা এলাকায় পিকেটিং ও নাশকতামূলক কাজ করাসহ, সরকারী স্থাপনা ধ্বংস, শান্তি প্রিয় জনসাধারণের জান মালের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অবৈধ অস্ত্র গুলি, বোমাসহ দেশীয় অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত স্থানে গোপন বৈঠক করছে। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ গেলে, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেল বোমার বিস্ফোরন ঘটিয়ে দৌড়ে পালানোর সময় তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো টিনের তৈরী জর্দ্দার কৌটার হাত বোমা সাদৃশ্য বস্তু ৮ টি, বিস্ফোরিত পদার্থের গন্ধযুক্ত লোহার জালের কাঠি ১০ টি, বিস্ফোরিত এবং বিস্ফোরক পদার্থের গন্ধযুক্ত ৩ টুকরা টিনের তৈরী জর্দ্দার কৌটার বিস্ফোরিত বোমার অংশ বিশে, ২২ টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরো জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনায় থানা বিএনপির সভাপতি হাসনাতসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় থানা বিএনপির সভাপতিসহ ৪ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।জানাগেছে গতকাল বৃহস্পতিবার ২ নভেম্বর রাত থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমারসাহা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায় তাদের ৪ জনকে নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতহলো হলেন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মৃত ইছাহাক আলী মন্ডলের ছেলে দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত (৭১)দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মৃত শাহাদৎ মন্ডলের ছেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য ও সাবেক দর্শনা পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক মহিদুল ইসলাম (৬১)দর্শনা কলেজ পাড়ার মৃত নুর আলী তরফদারের ছেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য ও দর্শনা থানা যুবদলের সদস্য কামরুল হুদা ওরফে সোহেল (৪৫),ও দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের জামাতের রোকন মিরাজ উদ্দীনের ছেলে নাহিদ আলীকে (৪২)গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলায় গ্রেফতার করেছে।

আজ তাদেরকে নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে বিএনপি ও জামায়াতের ১০ নেতাকর্মী আটক

মেহেরপুরে নাশকতা প্রতিরোধ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিএনপি জামায়াতের ১০ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন- সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের সাবেক সেক্রেটারি জামাতুল ইসলাম বারাদি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আব্দুল খালেক, বিএনপি সদস্য রবিউল ইসলা, খায়রুল হোসেন, ইউনিয়ন যুবদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

গাংনী উপজেলার জোড়পুুকুরিয়া ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আরেফিন হোসেন, সাহারবাটি ওয়ার্ড যুবদলের সহসভাপতি আক্তারুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের কোষাধাক্ষ্য জাকির হোসেন, গাংনী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি কর্মী বাচ্চু মন্ডল।

অপরদিকে, মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের সদস্যরা মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোস্তাফিজুর রহমানকে আটক করেছে। গতকাল রাতে এক প্রেস বিবৃতিতে র্যাব এ তথ্য জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াত-বিএনপির ১০ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

ককটেল বোমা ফাটিয়ে পালানো সময় জামায়াত-বিএনপির দশ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ । গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের শ্যামপুর-গোপীবল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের রোকন মোঃ শাহজান আলী (৪৩), জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোঃ মাগরিবুর রহমান (৪৮), আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মিনারুল ইসলাম (৪২), হারদি ইউনিয়ন জামায়াতের রোকন মোঃ জুবায়ের (৫৮),কুমারি ইউনিয়ন জামায়াতের সদস্য মোঃ নুর ইসলাম (৫৮), কালিদাসপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ জামির আলী (৫৫), ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ মেহেদী হাসান (৪৮), মোঃ হাবিবুর রহমান (৬৫), মোঃ আনারুল ইসলাম (৩৭), মোঃ মুরাদ আলী (৩৬)।

গ্রেপ্তারকৃত সকল আসামীরা জামায়াত-বিএনপির সক্রিয় সদস্য। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে নাশকতা পরিকল্পনার মামলাও রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের শ্যামপুর-গোপীবল্লভপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সমবেত হন বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীরা। যানবাহন ভাঙচুর, বিদ্যুৎ অফিস ও খাদ্যগুদামে অগ্নিসংযোগ করে জনমনে আতঙ্ক ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তুতি নেন তারা। খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেল বোমা ফাটিয়ে দৌড়ে পালাতে থাকেন নেতাকর্মীরা। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে জামায়াত-বিএনপির ১০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া অনেক নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কালো স্কচটেপে মোড়ানো ৯ টি হাত বোমা, বিস্ফোরিত বোমার ৮ টি লোহার জালের কাঠি, দুই টুকরা বিস্ফোরিত বোমার টিনের অংশ, ১৮ টি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১০ জন জামায়াত-বিএনপির নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।